

124817 - যে ব্যক্তি লাগাতর দুই মাসের রোয়া রাখা শুরু করেছে এর মধ্যে রমযান মাস দুকে গেছে এতে করে কি তার 'লাগাতর' এর বিষয়টি ভঙ্গ হয়ে যাবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি জানি, যে ব্যক্তি রমযান মাসে দিনের বেলায় স্তু সহবাস করেছে তার জন্য কাফফারা হচ্ছে- দুই মাস রোয়া রাখা কিংবা ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানো। এই দুই মাস রোয়া কি লাগাতরভাবে রাখতে হবে? যে ব্যক্তি এ রোয়াগুলো রাখা শুরু করেছে; এর মধ্যে রমযান মাস শুরু হয়ে গেছে সে কি রমযানের পর যে পর্যন্ত রোয়া রেখেছিল এর পর থেকে শুরু করবে নাকি তাকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে? ষাটজন মিসকীন খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সকলকে কি একই সময়ে খাওয়াতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

যে ব্যক্তি রমযান মাসে দিনের বেলায় স্তু সহবাস করল সে গুনাহর কাজ করল; তার উপর কাফফারা আদায় করা ফরয। কাফফারা হচ্ছে- একজন ক্রীতদাস আযাদ করা; যদি ক্রীতদাস না পায়, তাহলে লাগাতরভাবে দুইমাস রোয়া রাখা; যদি সেটাও না পারে, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানো। যে ব্যক্তি রোয়া রাখতে সক্ষম তার জন্য মিসকীন খাওয়ানো জায়েয নেই।

সহবাসের কারণে কাফফারা ফরয হওয়ার দলিল হচ্ছে- সহিহ বুখারী (১৯৩৬) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ করে এক লোক এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ধৰংস হয়েছি। তিনি বললেন: তোমার কি হয়েছে? লোকটি বলল: রোয়া রেখে আমি স্তু সহবাস করে ফেলেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি কি একটি ক্রীতদাস আযাদ করতে পারবে? লোকটি বলল: না। তিনি বললেন: তুমি কি লাগাতর দুইমাস রোয়া রাখতে পারবে? লোকটি বলল: না। তিনি বললেন: তাহলে তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে?...
[আল-হাদিস]

এ হাদিসটি প্রমাণ করছে যে, দুইমাসের রোয়া লাগাতরভাবে রাখতে হবে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তুমি কি লাগাতর দুইমাস রোয়া রাখতে পারবে?”

যে ব্যক্তি এই রোয়া রাখা শুরু করেছে; এর মধ্যে রমযান এসে গেছে তখন সে রমযানের রোয়া রাখবে, ঈদের দিন রোয়া রাখবে না। এরপর আবার দুই মাসের অবশিষ্ট রোয়াগুলো রাখবে। নতুনভাবে শুরু করতে হবে না। কারণ রমযানের রোয়া রাখার কারণে তার 'লাগাতর' এর বিষয়টি ভঙ্গ হবে না।

ইবনে কুদামা বলেন:

যে ব্যক্তি শাবান মাসের শুরু থেকে যিহার এর রোয়া শুরু করেছে সে ঈদের দিন রোয়া রাখবে না; এরপর অবশিষ্ট রোয়াগুলো পূর্ণ করবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জিলহজ্জ মাসের এক তারিখ থেকে রোজা রাখা শুরু করেছে সে কোরবানীর ঈদের দিন ও তাশরিকের দিনগুলো রোয়া রাখবে না। এর অবশিষ্ট রোয়াগুলো পূর্ণ করবে।

সারকথা হচ্ছে-

যিহারের রোয়া রাখার মাঝখানে যদি এমন কোন সময় এসে পড়ে যে সময়ে কাফফারার রোয়া রাখা সহিহ নয় যেমন একব্যক্তি শাবানের এক তারিখ থেকে রোয়া রাখা শুরু করল এর মাঝখানে রমযান মাস ও ঈদুল ফিতর পড়ল কিংবা জিলহজ্জের এক তারিখ থেকে রোয়া রাখা শুরু করল এর মাঝখানে কোরবানীর ঈদ ও তাশরিকের দিনগুলো পড়ল এতে করে ঐ ব্যক্তির ‘লাগাতর’ এর বিষয়টি ভঙ্গ হবে না। সে এরপর অবশিষ্ট রোয়াগুলো পূর্ণ করবে। [মুগনি থেকে সমাপ্ত (৮/২৯)]

দুই:

ষাটজন মিসকীনকে এক সময়ে খাওয়ানো ফরয নয়। বরং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গ্রন্থে গ্রন্থে সে ব্যক্তি খাওয়াতে পারেন। যাতে সংখ্যা ষাটজন পূর্ণ হয়।

আরও জানতে [1672](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

আল্লাহই ভাল জানেন।